খোয়াই

ISSN 2319 - 8389, Vol 51, Issue 51

KHOAI
Peer-Reviewed Journal
Art and Humanities
Tri-Annual Journal

সংখ্যা ৫১ : ২৫ বৈশাখ, ১৪৩০
শান্তিনিকেতন

Scanned by CamScanner

ISSN 2319 - 8389, Vol 51, Issue 51

KHOAI
Peer-Reviewed Journal
Art and Humanities
Tri-Annual Journal

খোয়াই

সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক সংকলন

সম্পাদক
কিশোর ভট্টাচার্য

সংখ্যা ৫১ : ২৫ বৈশাখ, ১৪৩০
শান্তিনিকেতন

Scanned by CamScanner

সূ চি প ত্র

ঐতিহ্যের উদ্ধার ও দীনেশচন্দ্র সেন
ড. অমিত দে ৯

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনৃত্যে বেশভূষা
কোয়েল মুখার্জী ১৭

রাজা রামমোহন রায় : সৃষ্টির বহুস্বর
দীপায়ন প্রামাণিক ২২

শেষের কবিতা উপন্যাসে সৌন্দর্যতত্ত্ব
ড. পিন্টু রায়চৌধুরী ৩২

জলসংকট ও রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা
পিয়াসী রায় ৫২

সুধন্বা দেব্বর্মার 'হাচুক খুরিঅ' উপন্যাসে তিপরা জনজাতি : একটি সমীক্ষা
বিপ্লব দেব্বর্মা ৫৯

রাসরজনী ও গোপীগণের কৃষ্ণ বিরহ
রূপালী দাস ৬৫

নজরুল ইসলামের উপন্যাস ও সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য
ড. লিপিকা ঘোষাল ৬৯

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী
ড. শচীন্দ্রনাথ বালা ৭৯

"শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা" : রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানের একটি অনন্য অনুষঙ্গ
শুভঙ্কর মণ্ডল ৮৭

ব্রহ্মসংগীতে মাতৃচেতনার বিবর্তন : স্বদেশমাতৃকা ব্রহ্মমাতৃকারই প্রতিমুখ
সুচন্দ্রা মৈত্র ৯৫

আগ্রা গায়নশৈলীতে ধ্রুপদাঙ্গের প্রভাব— একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
সুপ্রিয়া চক্রবর্তী ১০২

Scanned by CamScanner

শেষের কবিতা উপন্যাসে সৌন্দর্যতত্ত্ব

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

সৌন্দর্য সবর্ত্র বিরাজমান। পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে সৌন্দর্যের উপস্থিতি যতটা সত্য; তেমনই প্রতিটি গ্রহে, নক্ষত্রে, মহা অন্তরীক্ষের শূণ্যতার মধ্যেও সৌন্দর্যের অবস্থান সত্য। রাতের নিকষ কালো আকাশে তারাদের মিটিমিটি করে জ্বলা, বর্ষা ভরাক্রান্ত মেঘলা দিনে নদীর কূলে দাঁড়িয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির আলাপন দেখা, সূর্যের প্রথম কিরণে বরফাবৃত পর্বতের চূড়াকে নিরিক্ষণের মধ্যেই রয়েছে চিরন্তন সৌন্দর্যের হাতছানি। বিভিন্ন পশু-পাখিদের জীবনাচরণ; এমনকি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বা বাইরে ঘটে চলা সমস্ত কিছুই সুন্দর। যেন এক অনন্ত শক্তির নিত্য লীলার ফসল এই জগৎ সংসার। সুন্দর কাকে বলে, এককথায় তার উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। "পণ্ডিত থেকে অপণ্ডিত সবাই জানে সুন্দর আছে, কিন্তু কার কাছে কেমনটি সুন্দর কেমনটি নয় এর মীমাংসা হল না আজও।"[১]

গোটা বিশ্বজুড়ে এই একটি মাত্র প্রশ্নে অসংখ্য তর্ক-বিতর্ক, সাহিত্য ও সিদ্ধান্তের ছড়াছড়ি। অথচ সৌন্দর্যের বিচারে চিরন্তন তৃপ্তির বড়ই অভাব। অতৃপ্তি থাকাটাই যদি সৌন্দর্যের মাপকাঠি ধরে নেওয়া হয়; তাহলে সাহিত্যের সৌন্দর্য সন্ধানের অভিমুখে অনেকটাই নির্ভয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। যদি বলি কি নয় সুন্দর? উত্তর হবে সবকিছু। আপাতভাবে যাকে অসুন্দর বলে মনে হয়, আসলে তার মধ্যেও সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে; কেবল খুঁজে নেবার মতো অনুভূতি চাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'অসুন্দর' প্রবন্ধটির কথা। এই গ্রন্থে লেখক বলেছেন— যা চক্‌চক্ করে তাই সোনা নয়। সুন্দর তো রূপে ভোলায় না, ভালোবাসায় মন-প্রাণ হরণ করে। সুতরাং আমাদের অনুভবের উৎকর্ষতায় জেনে নিতে হয়— "মিথ্যার আবরণে অসুন্দর নিজেকে আচ্ছাদন করে আসে, সুন্দর আসে অনাবৃত— সত্যের উপরে তার প্রতিষ্ঠা।"[২]

অন্যত্র 'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন— "সুন্দর-অসুন্দর-জীবননদীর এই দুই টান-একে মেনে নিয়ে যে চললো সেই সুন্দর চললো আর যে এটা মেনে নিতে পারলো না সে রইলো যে-কোনো একটি খোঁটায় বাঁধা"[৩]

'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালায় সুন্দর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "সুন্দরকে জানার জন্য কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর বলে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র; বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।"[৪]

রবীন্দ্রভাবনার অনুরূপ মতামত দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ—

Scanned by CamScanner

তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সৌন্দর্য ভাবনার একান্ত সূক্ষাতিসুক্ষ ক্ষেত্রগুলি প্রাণের আনন্দে ডানা মেলেছে। অমিত- লাবণ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলাদা হলেও; প্রেমের জোয়ার এসে দুজনকেই ভাসিয়ে দিয়েছে। এই প্রেমই সত্য এবং সুন্দর। অমিতের ক্ষেত্রে প্রেম মিলনের নয়, তা হল মুক্তির।

"তোমাকে চেনার অগ্নিদীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।"

এদিকে বর্ষণমুখর একটি দিনে লাবণ্য নিজেও আকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করেছে অমিতের জন্য। 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখির মতো, কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে— সেই কথাটির জন্যই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। এইটে তার জীবনের একান্ত সত্য। রাবীন্দ্রিক চেতনায় যে সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের বোধ সদা জাগ্রত তা এই উপন্যাসের মূল বিষয়ভাবনা, চরিত্র বৈশিষ্ট্যে, রচনারীতিতে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিল্প বা সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের রেখচিত্র অঙ্কণ করলেও রবীন্দ্রভাবনায় 'সৌন্দর্য' নির্মাণ তত্ত্বটিকে বুঝে নেওয়া সম্ভব।

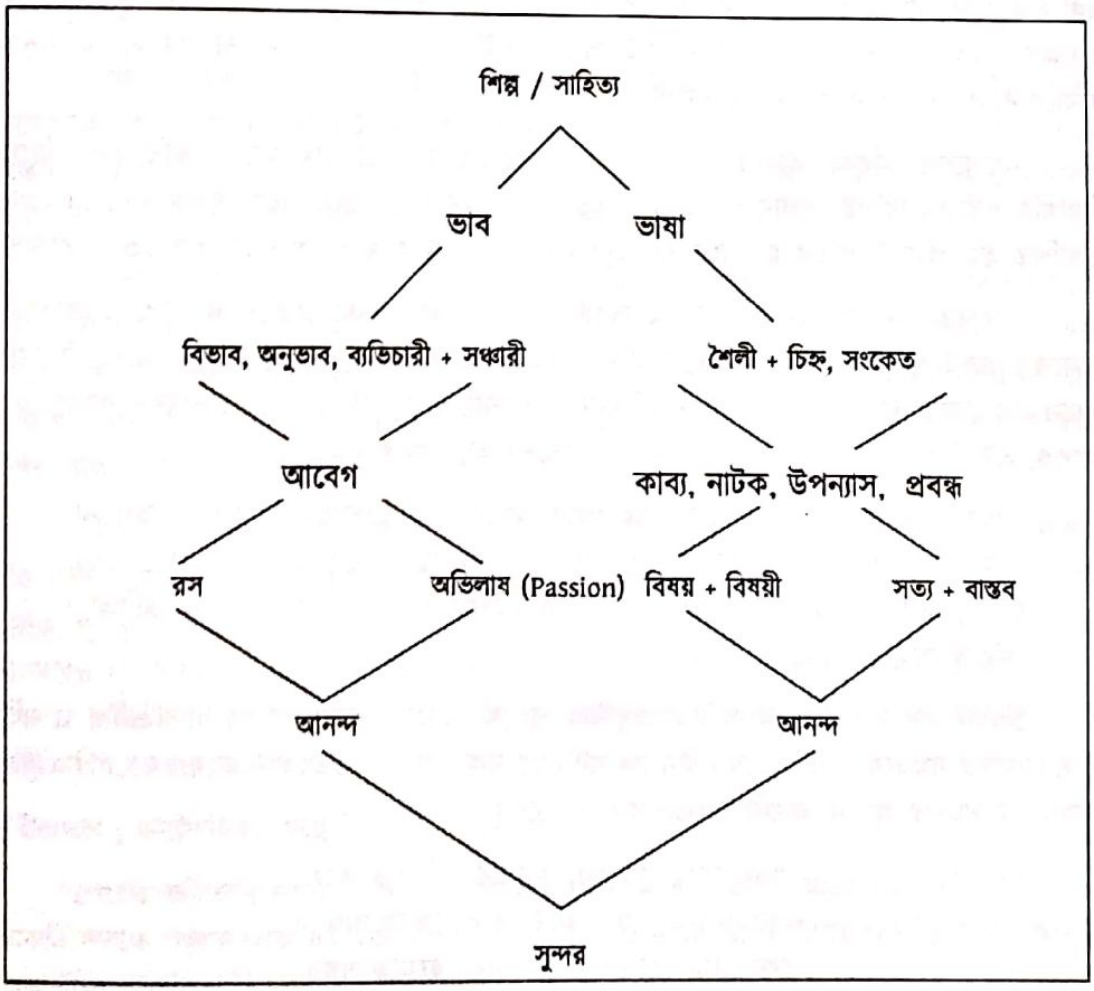

Scanned by CamScanner

কেতকীকে আর লাবণ্য শোভনলালকে জীবনসাথী রূপে বেছে নিল? উত্তর হিসাবে ভাবা যেতে পারে— 'শেষের কবিতা'কে কেবলমাত্র উপন্যাস হিসাবে ভাবা চলবে না। এই রচনাটি আসলে প্রাজ্ঞ কবিমনের দর্শন-চেতনার ফসল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন সুন্দরের পূজারী, সেই সৌন্দর্য যা বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তায় নিরলস সংযুক্ত থকতে চেয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে প্রেম- আনন্দ- প্রকাশ এগুলি সত্য, তাই প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে সব কিছুই সুন্দর লাগে। এই সৌন্দর্যতত্ত্ব যেমন মানুষের জীবনে সত্য; তেমনি শিল্প ও সাহিত্যের জগতেও সমান সত্য। জীবনের এমন একটি পর্বে যখন তাঁর পারিপার্শ্বিক নতুন লেখকরা তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত; তখন এই প্রেমের উপন্যাসটি লিখে সকলকে যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন কবি। এটি আসলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া উপন্যাসের অবয়বে শিল্পের নতুন এক মানদণ্ড, যেখানে সাহিত্যের সৌন্দর্যতত্ত্বের বিবর্তন ঘটেছে সৌন্দর্যচেতনায়।

কৃত্রিম সাজসজ্জা লাবণ্যের মধ্যে ছিলো না, তার মধ্যে ছিলো স্নিগ্ধ, স্বাভাবিক সৌন্দর্য। উপন্যাসের শেষে অমিত লাবণ্যকে চির-স্পর্শমণি বলেছে, যার ছোঁয়ায় অমিতের সকল শূণ্যতা পূরণ হয়েছে। অমিতের সৌন্দর্যভাবনায় যে বাহ্যিক উচ্ছলতা ছিলো তা ধীরে ধীরে অবলুপ্তি পেয়েছিলো বলেই অমিত তার শেষ অনুভূতি প্রকাশ করেছে রবীঠাকুরের কবিতার লাইন ধার করে—

"সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।"

অমিতের ছিল কথার ফুলঝুড়ি; সমুদ্রের মতো কথার ঢেউ আছড়ে পড়ত লাবণ্যের জীবনতটে। সেই লাবণ্যের সাথে বিচ্ছেদের পর নিজের কথা গেল ফুরিয়ে। অবশেষে রবীন্দ্রকাব্যের পাতা উল্টেই নিজের জীবনভাবনার রূদ্ধ আবেগ ভাষা খুঁজে পেল। এখানেই রবীন্দ্রচেতনায় শিল্পের সত্য এবং 'শেষের কবিতা'র সৌন্দর্যতত্ত্ব এক ও অভিন্ন বলে মনে করায় আমাদের আর কোন দ্বিধা থাকে না।

তথ্যসূত্র

১. 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুন্দর' প্রবন্ধ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ: আগস্ট ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ১৬৯
২. 'অসুন্দর' প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৬৪
৩. 'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯
৪. 'নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা', তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৫. 'সৌন্দর্যের সন্ধান', 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুন্দর' প্রবন্ধ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৬৫
৬. 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আমি' কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ৩, প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ৭০০০০১, পৃষ্ঠা ৩৯২
৭. 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী ২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ৫১০

Scanned by CamScanner